রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৫/২০২০ তারিখ: ১৪.০৫.২০২০

বিষয়: নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সিএমএসএমই (CMSME) খাতের জন্য বিশেষ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রসঙ্গে।

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে পড়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিতকরণ এবং উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে স্বল্প সুদে চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০(বিশ) হাজার কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত এ আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের আওতায় বিশেষ ঋণ সুবিধা প্রবর্তনের লক্ষ্যে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক গত ১৩.০৪.২০২০ তারিখে এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১ জারী করা হয়েছে (সংযোজনী-'১')। এ সুবিধার আওতায় সহজ শর্তে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ/প্রদানের নিমিত্ত একই বিভাগ কর্তৃক ২৬.০৪.২০২০ তারিখে জারীকৃত এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২ এ একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Revolving Refinance Scheme) গঠন করা হয়েছে (সংযোজনী-'২') মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আলোচ্য সার্কুলারসমূহের আলোকে 'নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সিএমএসএমই (CMSME) খাতে এতদসংক্রান্ত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে:

১. স্কীমের নাম:

'নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সিএমএসএমই (CMSME) খাতের জন্য বিশেষ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা।'

২. খাতওয়ারী ঋণ/বিনিয়োগের আনুপাতিক বন্টন ও মেয়াদ:

ক। এ প্যাকেজের আওতায় ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ ভিত্তিক সিএমএসএমই ঋণ স্থিতির সর্বোচ্চ ১০% এক অর্থবছরে চলতি মূলধন হিসেবে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে। তবে ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত হলে সীমাতিরিক্ত ঋণ/বিনিয়োগের উপর সরকার হতে ভর্তুকী পাওয়া যাবে না।

খ। এ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সিএমএসএমই খাতের উৎপাদন ও সেবা উপখাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। তবে ব্যবসা/ট্রেড ভিত্তিক মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্প এ সুবিধার আওতাভুক্ত হবে।

গ। এ প্যাকেজের আওতায় উৎপাদন, সেবা ও ব্যবসা (ট্রেড) উপখাতে ব্যাংকের বাৎসরিক মোট ঋণ/বিনিয়োগের আনুপাতিক হার হবে যথাক্রমে ৫০%, ৩০% ও ২০%।

ঘ। বাৎসরিক মোট ঋণ/বিনিয়োগের ন্যূনতম ১৫% গ্রাম অঞ্চলে প্রদান করতে হবে।

ঙ। বাৎসরিক মোট ঋণ/বিনিয়োগের ন্যূনতম ৭০% কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতে এবং অবশিষ্ট ৩০% মাঝারি শিল্প খাতে প্রদান করতে হবে।

চ। বাৎসরিক মোট ঋণ/বিনিয়োগের ন্যূনতম ৫% নারী উদ্যোক্তাদের প্রদান করতে হবে।

ছ। এ প্যাকেজের মেয়াদ হবে ০৩ (তিন) বছর।

জ। কোনো একক উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর এ প্যাকেজের আওতায় সরকার হতে ভর্তুকী প্রাপ্য হবেন।

ঝ। এ ঋণ/বিনিয়োগ ১৯.১১.২০১৯ তারিখে জারীকৃত ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৬/২০১৯ এর ৩ নম্বর ক্রমিকে উল্লিখিত বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(চলমান পাতা-২)

৩. ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার যোগ্যতা:

শুধুমাত্র করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এ সুবিধার আওতাভুক্ত হবে। ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানকালে গ্রাহক পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী যাচাই করে ঋণ/বিনিয়োগ করতে হবে:

ক। খেলাপি ঋণগ্রহীতা:

- খেলাপি ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতাগণ এ সুবিধার আওতাভুক্ত হবেন না।
- ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের কোন ঋণ/বিনিয়োগ মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণীকৃত হওয়ার পর ইতোপূর্বে তিনবারের অধিক পুনঃতফসিলকৃত হলে এরূপ ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

খ। কুটির (Cottage) ও মাইক্রো (Micro) শিল্প:

- নতুনভাবে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের জন্য আবেদনকারী এবং বিদ্যমান ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা উভয়েই এ ঋণ সুবিধার আওতাভুক্ত হবেন।
- ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের জন্য আবেদনকারী যাদের নামে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কোন ঋণ নেই, তবে যারা এ যাবৎ নিজস্ব পুঁজি দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছিলেন কিন্তু বর্তমানে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা নিতে আগ্রহী এরূপ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নতুন ঋণগ্রহীতা হিসেবে বিবেচিত হবেন।
- উভয়ের ক্ষেত্রেই সর্বশেষ সমাপ্ত হিসাব বছরের আর্থিক বিবরণী (ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের সময় সর্বশেষ হিসাব বছর শেষ হওয়ার ছয় মাস অতিবাহিত না হলে পূর্ববর্তী হিসাব বছরের আর্থিক বিবরণী) অথবা বিগত বছরের (এক/একাধিক) উৎপাদন/বিক্রি/টার্নওভারের লিখিত হিসাব থাকা সাপেক্ষে এ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে।

গ। ক্ষুদ্র (Small) শিল্প:

- নতুনভাবে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের জন্য আবেদনকারী এবং বিদ্যমান ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা উভয়েই এ ঋণ সুবিধার আওতাভুক্ত হবেন।
- ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের জন্য আবেদনকারী যাদের নামে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কোন ঋণ নেই, তবে যারা এ যাবৎ নিজস্ব পুঁজি দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছিলেন কিন্তু বর্তমানে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা নিতে আগ্রহী এরূপ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নতুন ঋণগ্রহীতা হিসেবে বিবেচিত হবেন।
- উভয়ের ক্ষেত্রেই সর্বশেষ সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের সময় সর্বশেষ হিসাব বছর শেষ হওয়ার ছয় মাস অতিবাহিত না হলে পূর্ববর্তী হিসাব বছরের আর্থিক বিবরণী) অথবা আস্থায় নেয়া যায় এরূপ আর্থিক বিবরণী থাকা সাপেক্ষে এ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে।

ঘ। মাঝারি (Medium) শিল্প:

- নতুনভাবে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের জন্য আবেদনকারী এবং বিদ্যমান ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা উভয়েই এ ঋণ সুবিধার আওতাভুক্ত হবেন।
- ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের জন্য আবেদনকারী যাদের নামে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কোন ঋণ নেই, তবে যারা এ যাবৎ নিজস্ব পুঁজি দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছিলেন কিন্তু বর্তমানে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা নিতে আগ্রহী এরূপ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নতুন ঋণগ্রহীতা হিসেবে বিবেচিত হবেন।
- উভয়ের ক্ষেত্রেই Internal Credit Risk Rating System (ICRRS) এর মাধ্যমে Credit Risk Rating কার্যক্রম সম্পন্নকরণ ব্যতিরেকে এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে মর্মে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ১২.০৫.২০২০ তারিখে এসএমইএসপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৩ এ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে (সংযোজনী-'৩')। তবে ব্যাংকে প্রচলিত অন্যান্য নীতিমালার আওতায় ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রাহক নির্বাচন করতে হবে।

(চলমান পাতা-৩)

৪. চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগের ব্যবহার:

ক। কেবলমাত্র করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সিএমএসএমই খাতের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে চলতি মূলধন চাহিদার বিপরীতে এ প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ ব্যবহার করা যাবে।

খ। এ প্যাকেজের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ দিয়ে বিদ্যমান কোন ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব সমন্বয়/পরিশোধ করা যাবে না।

গ। বিএমআরইসহ ব্যবসা সম্প্রসারণ বা নতুন কোন ব্যবসা চালুর জন্য এ ঋণ/বিনিয়োগ ব্যবহার করা যাবে না।

৫. ঋণ/বিনিয়োগ সীমা ও মেয়াদ:

ক। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের বিগত জানুয়ারী ২০২০ হতে পরবর্তী মাসসমূহের উৎপাদন/বিক্রয়ের নিম্নমুখীতা যথাযথভাবে নিরূপণ করে বিগত বছরের (এক/একাধিক) উৎপাদন/বিক্রি/টার্নওভারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

খ। উৎপাদন ও সেবা শিল্পের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাগণ যারা ইতোপূর্বে ব্যাংক হতে চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণ করেছেন সে সকল ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতাকে বিদ্যমান চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতির ৩০%
অথবা
সর্বশেষ সমাপ্ত হিসাব বছরসহ বিগত তিন বছরের আর্থিক বিবরণীতে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী গড় পরিচালন ব্যয় (operating expenses) এর ৫০%-এ দু'টির মধ্যে যেটি কম সেই পরিমাণ চলতি মূলধন সুবিধা প্রদান করা যাবে।

গ। ট্রেডিং ব্যবসার সাথে জড়িত উদ্যোক্তাগণ যারা ইতোপূর্বে ব্যাংক হতে চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণ করেছেন সে সকল ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতাকে সর্বশেষ সমাপ্ত হিসাব বছরসহ বিগত তিন বছরের আর্থিক বিবরণীতে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী গড় বার্ষিক টার্নওভার বিবেচনায় নিয়ে ২৫% পর্যন্ত চলতি মূলধন সুবিধা প্রদান করা যাবে। তবে এ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা ০১ (এক) কোটি টাকার অধিক হতে পারবে না।

ঘ। নতুন উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগের প্রাপ্যতা সীমা নির্ধারণ করতে হবে। তবে, উক্ত সীমা সর্বশেষ সমাপ্ত হিসাব বছরসহ বিগত তিন বছরের (যদি থাকে) আর্থিক বিবরণীতে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী উৎপাদন ও সেবা শিল্পের প্রাপ্যতার সর্বোচ্চ ৩০%
অথবা
বিগত বছরের (এক/একাধিক) উৎপাদন/বিক্রি/টার্নওভারের ৫০%-এ দু'টির মধ্যে যেটি কম হবে তা বিবেচনা করতে হবে।

ঙ। ট্রেডিং ব্যবসার ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ বার্ষিক টার্নওভারের ২৫% এর মধ্যে হতে হবে। তবে এ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা ০১ (এক) কোটি টাকার অধিক হতে পারবে না।

চ। শাখা কর্তৃক শিল্প উদ্যোগের উৎপাদন ও টার্নওভার সংক্রান্ত সকল দলিলাদি সংরক্ষণ এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

ছ। আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় কোন ঋণ/বিনিয়োগ নবায়ন করা যাবে না।

জ। ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার ব্যবসায়িক লেনদেন সন্তোষজনক হলে পরবর্তীতে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাংকের প্রচলিত/বিদ্যমান ঋণ নীতিমালার আওতায় তা নবায়ন করা যাবে। এক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ের জন্য সরকারের নিকট হতে সুদ/মুনাফা বাবদ কোন ভর্তুকী পাওয়া যাবে না।

(চলমান পাতা-৪)

৬. সুদ/মুনাফার হারঃ

ক। এ ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার হবে সর্বোচ্চ ৯%।

খ। প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার সর্বোচ্চ ৪% ঋণগ্রহীতা পরিশোধ করবেন এবং অবশিষ্ট ৫% সরকার কর্তৃক ভর্তুকী হিসেবে প্রদান করা হবে।

গ। ঋণ/বিনিয়োগের উপর সর্বোচ্চ ৯% হারে সুদ/মুনাফা আরোপিত হলেও সরকার হতে প্রাপ্য ভর্তুকীর সমপরিমাণ অর্থ ঋণগ্রহীতার দায় হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা কর্তৃক প্রদেয় নির্ধারিত সুদ/মুনাফা নিয়মানুযায়ী যথাসময়ে পরিশোধিত না হলে সমুদয় আরোপিত সুদ/মুনাফা ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার দায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঘ। সিএমএসএমই ঋণের শিডিউল অব চার্জেস বিষয়ে এ ব্যাংকের 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল' এবং ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

ঙ। গ্রাহক পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান স্থিতির (declining balance method) ভিত্তিতে সুদ হিসাবায়ন করতে হবে।

৭. ঋণ/বিনিয়োগের আবেদন গ্রহণ, মঞ্জুরি/অনুমোদন ও বিতরণঃ

এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদন গ্রহণ, অনুমোদন, বিতরণ ও তদারকি কার্যক্রম নিম্নবর্ণিত উপায়ে সম্পাদন করতে হবে:

ক। করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাগণ ব্যাংকের যে কোন শাখায় ঋণ/বিনিয়োগের আবেদন করতে পারবেন।

খ। আবেদনকারী উদ্যোক্তা করোনা ভাইরাসের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এ বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে ঋণ/বিনিয়োগ ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরি/অনুমোদন করতে হবে।

গ। ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ ব্যাংকের 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল' এর ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত ঋণ ও অগ্রিম মঞ্জুরি ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ। অপেক্ষাকৃত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে এ ঋণ সুবিধা প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

ঙ। যথাযথভাবে প্রক্রিয়া অবলম্বন করতঃ ঋণ/বিনিয়োগের মঞ্জুরি অনুমোদন হওয়ার পর উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় নিজস্ব তহবিল হতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করতে হবে।

চ। আলোচ্য ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনক্রমেই Single Borrower Exposure limit অতিক্রম করা যাবে না।

ছ। আলোচ্য ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ হতে ১৯.১১.২০১৯ তারিখে জারীকৃত ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৬/২০১৯ এর অন্যান্য নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

জ। এ প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের একটি 'বিশেষ মনিটরিং সেল' নিয়মিত তদারকি করবে।

৮. ঋণ/বিনিয়োগ আদায় :

ক। এ প্যাকেজের আওতায় চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ চলমান (Continuous) প্রকৃতির ঋণ/বিনিয়োগ বিধায় এটি মেয়াদপুর্তিতেই সুদসহ পরিশোধযোগ্য। ঋণ/বিনিয়োগ মেয়াদের মধ্যে (এক বছর) মঞ্জুরিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ সীমার আওতায় টাকা জমা ও উত্তোলন করা যাবে।

খ। ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে আরোপিত সুদ/মুনাফাসহ ঋণ/বিনিয়োগের স্থিতি (Loan Outstanding) কোনভাবেই মঞ্জুরিকৃত ঋণসীমা অতিক্রম করতে পারবে না। তবে কোনো কারণে সুদ/মুনাফা আরোপের ফলে ঋণসীমা অতিক্রম করলে প্রতি ত্রৈমাসিক শেষে পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক তা পরিশোধ/সমন্বয় করতে হবে।

গ। বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকের উপর বর্তাবে।

ঘ। ঋণ/বিনিয়োগ অনাদায়ে বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণীকরণপূর্বক যথাযথভাবে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।

(চলমান পাতা-৫)

৯. ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে সুদ ক্ষতির অর্থ পুনর্ভরণ:

এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে সুদ ক্ষতির অর্থ দাবীর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে:

ক। এ প্যাকেজের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগের উপর আরোপিত সুদ/মুনাফার ৫% অর্থ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর) সরকারের নিকট হতে ভর্তুকী হিসেবে প্রাপ্য হবে।

খ। ভর্তুকী বাবদ প্রাপ্য অর্থ বাদে কোন ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতি সীমার মধ্যে থাকলে সুদ/মুনাফার অর্থ আদায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ। ঋণ/বিনিয়োগের উপর আরোপিত সুদ/মুনাফার মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক প্রদেয় অংশ আলোচ্য নীতিমালা অনুযায়ী যথাসময়ে আদায়/পরিশোধিত না হলে সরকারের নিকট হতে সুদ/মুনাফা বাবদ ভর্তুকীর অর্থ প্রাপ্য হবে না। এক্ষেত্রে, এতদসংক্রান্ত সমুদয় দায় গ্রাহকের উপর বর্তাবে এবং ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রচলিত সুদ হার প্রযোজ্য হবে।

ঘ। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা না হলে সংশ্লিষ্ট ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ হতে বাতিল হতে পারে।

ঙ। ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা বিষয়ে শাখা কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে কোন ভুল তথ্য সরবরাহ করা হলে এ প্যাকেজের আওতায় কোন সুদ ভর্তুকী সুবিধা প্রাপ্য হবে না। উপরন্তু এর জন্য বিতরণকৃত ঋণের উপর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২% হারে জরিমানা আরোপ করা হবে। এতদসংক্রান্ত দায়ভার সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকের উপর বর্তাবে।

১০. ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম:

আলোচ্য আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন স্কিম সংক্রান্ত নিম্নরূপ নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে:

ক। এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় ব্যাংক কতৃর্ক বরাদ্দ ও বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতির সর্বোচ্চ ৫০% অর্থ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাওয়া যাবে।

খ। সুদ/মুনাফার হার হবে ৪%, যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর ভিত্তিক) আরোপিত হবে।

গ। পুনঃঅর্থায়ন ঋণ/বিনিয়োগ সীমার কোন অর্থ পরিশোধিত হওয়ার পর এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১/২০২০ এর আওতায় নতুন গ্রহীতাকে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হলে অর্থায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ স্কিম হতে পুনরায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এভাবে ০৩(তিন) বছর পর্যন্ত নিজস্ব সীমার মধ্যে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করা যাবে।

ঘ। গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণে গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হলে পুনঃঅর্থায়ন প্রদানের ক্ষেত্রেও গ্রেস পিরিয়ড (সর্বোচ্চ ০৩ মাস) প্রযোজ্য হবে।

ঙ। এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ কোনভাবেই এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১/২০২০ এর নির্দেশনা বহির্ভূত অন্য কোনো খাত/উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

চ। কোন কারণে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়/সমন্বয় হলে অথবা ০১(এক) বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে (যেটি আগে ঘটে) সর্বশেষ ত্রৈমাসিকের সুদসহ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায়, উক্তরূপে গৃহীত অর্থ পুনঃঅর্থায়নকালে আরোপিত সুদ/মুনাফার হার অপেক্ষা ২% অধিক হারে সুদ/মুনাফাসহ এককালীন প্রদেয় হবে।

ছ। ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত তথ্য ও উপাত্তের সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এর কর্মকর্তাগণ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণগ্রহিতা/ঋণগ্রহিতা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট ঋণ নথি/দলিলাদি নিরীক্ষাসহ প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারেন। বিধায় আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় বিতরণকৃত ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বদা হালনাগাদ রাখতে হবে।

(চলমান পাতা-৬)

১১. ঋণ/বিনিয়োগের হিসাবায়ন ও রিপোর্টিং:

এ প্যাকেজের আওতায় নিম্নবর্ণিত হেড-এর মাধ্যমে ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব পরিচালনা করতে হবে:

GL Account No		Account Type/Product Code		Income Head	
IBS	CBS	IBS	CBS	IBS	CBS
1014/2	9020401001006	50	508	46/1	9030101001096

প্রতিটি শাখায় সিবিএস/আইবিএস এর পাশাপাশি একটি পৃথক রেজিষ্টারে এতদসংক্রান্ত ঋণ/বিনিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য 'করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বিশেষ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা-এসএমই প্যাকেজ' নামে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, জোনাল কার্যালয় এবং শাখা পর্যায়ে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্সে এ ঋণ পৃথকভাবে প্রদর্শন করতে হবে। এ বিষয়ে সিএল-২ বিবরণীতে বাংলাদেশ ব্যাংককে রিপোর্ট করতে হবে।

১২. CMSME Help Desk:

ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় স্থাপনকৃত স্বতন্ত্র **CMSME Help Desk** এর মাধ্যমে এতদসংক্রান্ত ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

১৩. বিশেষ নির্দেশাবলী:

ক। প্রধান কার্যালয় হতে এ স্কিমের আওতায় জোন ভিত্তিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রাপ্তির পর জোনাল ব্যবস্থাপকগণ জরুরীভিত্তিতে স্ব স্ব জোনের আওতাধীন শাখাসমূহের জন্য এতদসংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা বন্টনপূর্বক প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এ কপি প্রেরণ করবেন।

খ। আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

গ। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে তহবিলের প্রাপ্যতা সীমা বিবেচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট শাখার জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

ঘ। শাখা/জোনসমূহ এ স্কীমের আওতায় প্রধান কার্যালয়ের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে নির্ধারিত লক্ষমাত্রার অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করতে পারবে না।

ঙ। এ প্যাকেজের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ যেন কোনক্রমেই খেলাপীতে পরিণত না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ও জোনাল ব্যবস্থাপকগণ সর্বদা সতর্ক থাকবেন। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ এ বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং করবেন।

চ। এ স্কীমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের অর্থ বা এর কোন অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের উপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদসহ এককালীন আদায় করা হবে। তৎপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত সুদের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শাখা ও জোনাল ব্যবস্থাপকের উপর বর্তাবে।

ছ। জোনসমূহ থেকে পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত বিবরণী যথাসময়ে না পাওয়ার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে এতদসংক্রান্ত দায় সংশ্লিষ্ট জোনাল ব্যবস্থাপকের উপর বর্তাবে।

জ। এ প্যাকেজের আওতায় সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক গত ০৫.০৯.২০১৯ তারিখে জারীকৃত এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২ এবং ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর ১৯.১১.২০১৯ তারিখের এতদসংক্রান্ত ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-৬/২০১৯ এর অন্যান্য নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

ঝ। উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরবর্তীতে কোন নির্দেশনা সংশোধন/পরিবর্তন করা হলে তা অনুসরণ করতে হবে।

(চলমান পাতা-৭)

১৪. তথ্য ও উপাত্ত দাখিল:

ক। প্রতিটি শাখা সিএমএসএমই খাতে এতদসংক্রান্ত ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য সংযোজিত ছক অনুযায়ী (সংযোজনী- '৪', '৫' এবং '৬') যথাযথভাবে মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (মাসিক বিবরণী পরবর্তী মাসের ৫ তারিখ এবং ত্রৈমাসিক বিবরণী প্রতি ত্রৈমাসান্তে পরবর্তী মাসের ৫ তারিখ) সংশ্লিষ্ট জোনাল কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

খ। জোনাল কার্যালয়সমূহ উল্লিখিত বিবরণীসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (মাসিক বিবরণী পরবর্তী মাসের ৭ তারিখ এবং ত্রৈমাসিক বিবরণী প্রতি ত্রৈমাসান্তে পরবর্তী মাসের ৭ তারিখ) প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এ প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

গ। প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ উল্লিখিত বিবরণীসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (মাসিক বিবরণী পরবর্তী মাসের ১০ তারিখ এবং ত্রৈমাসিক বিবরণী প্রতি ত্রৈমাসান্তে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখ) বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এ সার্কুলারের নির্দেশনাবলী অবিলম্বে কার্যকর হবে। এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা/স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সাথে যোগাযোগ করা যাবে।

অনুমোদনক্রমে-

১৪.০৫.২০২০
(শওকত শহীদুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)

সূত্র নং- প্রকা/ঋণওঅবি-১/৩৬৩(CMSME)/২০১৯-২০২০/১২১৪(৪৫৪) তারিখ: ১৪.০৫.২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো:

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, সচিব, বিভাগীয়/ইউনিট/সেল প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৬। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৭। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী।
০৮। সকল জোনাল ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
০৯। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১০। প্রকল্প পরিচালক, এসইসিপি, সিপিও, উপশহর, রাজশাহী।
১১। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী।
১২। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৩। অফিস নথি/মহানথি।

১৪.০৫.২০২০
(শাহনেওয়াজ ছাররে মাহমুদ)
মুখ্য কর্মকর্তা